দৈনিক জনকণ্ঠ

25

তারিখ ... SEP. 09 1999 ...
পৃঃ ৬ কলাম ৫ .....

শতবর্ষের কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ

এককালে কুমিল্লার খ্যাতি ছিল ব্যাংক এ্যান্ড ট্যাঙ্কের শহর হিসাবে। ধর্মসাগর, উজিরের দীঘি, নানুয়ার দীঘি, খিরা পুষ্করনি, রানীর দীঘি যার নিস্তরঙ্গ বুকে প্রতিবিম্বিত হয় কোলাহলমুখর রঙ্গিন ফুরফুরে ছাত্রছাত্রীর দল। সামনে স্থাপিত মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি স্মারকটিসহ নাতিদীর্ঘ গাছগাছালিসমেত পুরো কলেজের প্রতিচ্ছবি। তরঙ্গভঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে গোটা দীঘিজুড়ে। ব্যাংকের গৌরব তো বহু আগেই স্তিমিত। ট্যাঙ্কগুলোও আর আগের অবস্থায় নেই। কারণ মানুষ বেড়েছে। দূষণ বেড়েছে। জলের রং গেছে পাল্টে।

সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের শহর হিসাবেও কুমিল্লার পরিচিতি ব্যাপক এবং বাংলা জুড়েই। শিক্ষা, সাহিত্য, সঙ্গীত, খেলাধুলা সব ক্ষেত্রেই কুমিল্লা ছিল চৌকস এবং অগ্রণী। ১৯৪৭-এর পর থেকেই কুমিল্লার গৌরবরবি অস্তাচলের পথে পা বাড়াতে থাকে। যে কুমিল্লা এককালে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, সঙ্গীতে, খেলাধুলায়, নাট্যচর্চায় ছিল ঈর্ষণীয় শক্তির অধিকারী কালক্রমে তার ক্রমাবনতি এমন এক পর্যায়ে নেমে আসে যে, ভাবলেও অস্বস্তি হয়। যে কুমিল্লায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ছিল কিংবদন্তি সেই কুমিল্লা শহরকে ফাঁকা করে দলে দলে একটি প্রধান সম্প্রদায়ের লোকরা প্রথমে ঘরের কাছে আরসি নগর ত্রিপুরার আগরতলা পরে সেই আসাম, গৌহাটি, শিলং, শিলচর, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, কলকাতা, দিল্লী প্রভৃতি জায়গায় ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেন। এদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন স্কুল-কলেজের শিক্ষক, সরকারী চাকুরে, উকিল, মোক্তার, ডাক্তার প্রমুখ পেশাজীবীরা। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় কুমিল্লার নামকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জিলা স্কুল, ইউসুফ হাই স্কুল, ঈশ্বর পাঠশালা, রবীন্দ্র মেমোরিয়াল, ভিক্টোরিয়া স্কুল, একদা যার হেড মাস্টার ছিলেন ময়মনসিংহ গীতিকা খ্যাত আচার্য দীনেশ চন্দ্র সেনের মতো কৃতীপুরুষ, মেয়েদের স্কুল শৈলরানী গার্লস, ফয়জুন্নেসা, গিরীধারী পাঠশালা যা বহুকাল আগেই উঠে গিয়েছিল। একমাত্র যে প্রতিষ্ঠানটি কালের গৌরব অক্ষুণ্ন রেখে এক শ' বছর অতিক্রম করতে চলেছে আর মাত্র কিছুদিনের মধ্যে শতবর্ষ প্রাচীন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ। শিক্ষিতরা যেমন কলেজটিকে নিজেদের অস্তিত্ব কৃতকর্ম ও জ্ঞানের আলোকে আলোকিত করে গেছেন তেমনই নানা সময়ে নানা পর্যায়ে বহু ছাত্রছাত্রী তাদের প্রতিভার স্বাক্ষর এবং স্ফুরণের দ্যুতি দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে গেছেন। পরবর্তীকালে এদের মধ্যে থেকেই শিক্ষাব্রতী, কবি-সাহিত্যিক, আইনজীবী, উচ্চপদস্থ মন্ত্রী, আমলা, রাষ্ট্রদূত, ব্যবসায়ী, পেশাজীবী হয়েছেন, কেউ বা জীবন যুদ্ধে হয়ত হারিয়ে গেছেন। তবে সবার কাছেই প্রথম জীবনের বিদ্যালয়ের সুখস্মৃতিটুকু কখনও ভুলবার নয়।

১৮৯৯ সালে উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ হিসাবে যাত্রা শুরু করে ৮৫ বছর পর ১৯৮৪-৮৫-তে এসে কলেজটি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের মর্যাদা পায়। এর মধ্যে অর্থাৎ এই এক শ' বছরের মধ্যে প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ১৯৮৩তে গঠিত হয় ওল্ড ভিক্টোরিয়ান্স শতবর্ষ উদযাপন কমিটি– যার সভাপতি এককালের কৃতী ছাত্র এএইচ মোফাজ্জল করিম ও সাধারণ সম্পাদক এম শহিদুল্লাহ। এদের উদ্যোগে গত ২৪ এপ্রিল থেকে শুরু হয়েছে ঐতিহ্যবাহী কলেজটির বর্ষব্যাপী অনুষ্ঠানমালা। শুভ উদ্বোধনী দিনে সকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, র‍্যালি, বিকাল ৩টা থেকে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, স্মারক বক্তৃতা, আলোচনাসভা ও স্মৃতিচারণ শেষে টানা তিন ঘণ্টার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপস্থিত দর্শক-শ্রোতাগণের কাছে দারুণ উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল। এই অনুষ্ঠান আগামী ২৪ নবেম্বর কলেজটির প্রতিষ্ঠা দিবস পর্যন্ত পুরো সাত মাস ধরে চলার পর সমাপনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শেষ হবে।

শতবর্ষ প্রাচীন হলে হবে কি, বর্তমানে কলেজটির হাজার রকম দুরবস্থার কথা বলে শেষ করার মতো নয়।